24 APR 2003

সংবাদ

মুক্তাগাছায় মাদ্রাসা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ॥ ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে

মুক্তাগাছা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুক্তাগাছায় ভিটিবাড়ি সিনিয়র আলীম মাদ্রাসার অধ্যক্ষের নামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সই জাল করে শিক্ষক নিয়োগ, উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ ও ৩ লাখ টাকার উৎকোচের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইউএনও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। সরকারদলীয় একটি প্রভাবশালী মহল ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় মাদ্রাসার সকল কার্যক্রম অচলাবস্থা বিরাজ করছে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, মুক্তাগাছা উপজেলার ভিটিবাড়ি সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মওলানা ইছহাক আলী ২০০২ সালের ১৫ই এপ্রিল মুক্তাগাছা উপজেলার নির্বাহী অফিসার মনোয়ার হোসেন আখন্দের সই জাল করে প্রায় ৩ লাখ টাকার উৎকোচের বিনিময়ে ৬ শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করে। বাংলা প্রভাষক, সহকারী শিক্ষক, দপ্তরি, ঝাড়ী, নৈশপ্রহরী, সহকারী শিক্ষকসহ ৬ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ৩ জনের এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ভিত্তি মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি, এলাকাবাসী এমনকি ইউএনও খুঁজে পাচ্ছেন না। ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার দীর্ঘদিন পর, মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এমরাউল কায়েস মানিক প্রতিবাদ করলে ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যায়। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বর্তমান ইউএনও শিক্ষক নিয়োগের দলিল প্রমাণ দেখাতে বললে অধ্যক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়। গত ইউএনও মনোয়ার হোসেন আখন্দ বর্তমান ইউএনও মোহাম্মদ ফারুক আলমকে লিখিতভাবে জানান, তিনি থাকা অবস্থায় ভিটিবাড়ি মাদ্রাসার ৬ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের কাজ সম্পাদন করেননি। এ ব্যাপারে বর্তমান ইউএনও ফারুক আলম 'সংবাদ'-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আগের ইউএনও-এর সই জাল করে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের সত্যতা স্বীকার করেছেন। এছাড়া অধ্যক্ষ ৮২ ছাত্রীর নাম দেখিয়ে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেছে। এমনকি মাদ্রাসার টয়লেট বাবদ ২৫ হাজার টাকার সমুদয় টাকাই আত্মসাৎ করেছেন। দুর্নীতির ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য সরকারদলীয় প্রভাবশালী মহল সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বর্তমানে মাদ্রাসার সকল কার্যক্রমে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। উল্লেখ্য, আগের অধ্যক্ষকে দুর্নীতির দায়ে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। কৌতূহলী মহল বলাবলি করছে, যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা কোরান-হাদিসের মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করবে, সেখানেই সকল দুর্নীতির আখড়া!